

## আম চাষের বিস্তারিত বিবরণী

### আম এর জাতের তথ্য

ফসল : আম

জাতের নাম : বারি আম-১

জনপ্রিয় নাম : মহানন্দা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আঁশ নেই, শাঁস গাঢ় হলুদ।

জাতের ধরণ : আগাম উচ্চ ফলনশীল

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ মাঝারি আকৃতির। আম সুগন্ধযুক্ত, বেশ মিষ্টি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩১৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩১৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬০ - ৬৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৫

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু, মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / ভাদ্র - আশ্বিন (মে-জুন/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় : জ্যৈষ্ঠ মাসের ২য় সপ্তাহ (মে মাসের শেষ সপ্তাহ)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আম-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : শাঁস গাঢ় হলুদ, মধ্যম রসাল, কম মিষ্টি

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : মাঝারি আকৃতির গাছ

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩১৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩১৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮৯ - ৯০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২২

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু, মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / ভাদ্র - আশ্বিন (মে-জুন/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় : আষাঢ় মাসের ১ম সপ্তাহ (মধ্য জুন)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আম-৩

জনপ্রিয় নাম : আন্দ্রপালি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত আঁশহীন, মধ্যম রসাল, বেশ মিষ্টি।

জাতের ধরণ : আগাম উচ্চ ফলনশীল

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ খাট ও খাড়া

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৩৬

চারার থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৩৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৮২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু, মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / ভাদ্র - আশ্বিন (মে-জুন/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় : আষাঢ় মাসের ৩য় সপ্তাহ (শেষ জুন)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আম-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আঁশহীন, শাঁস হলুদ, খুব মিষ্টি, কাঁচা আবস্থাতে ও মিষ্টি

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : ছোট থেকে মাঝারি

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৩৬

চারার থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৩৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৮২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / ভাদ্র - আশ্বিন (মে-জুন/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় : আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহ (জুলাই)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আম-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকার, উজ্জল হলুদ বর্ণের ও খেতে মিষ্টি

জাতের ধরণ : আগাম উচ্চ ফলনশীল

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ বড় ও খাড়া

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩৯৩

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩৯৩

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬০ - ৮০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / ভাদ্র - আশ্বিন (মে-জুন/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় : জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ (মধ্য মে)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আম-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : পাকা ফল হলুদাভ সবুজ, মিষ্টি, খোসা পাতলা

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ মধ্যম আকৃতির ও মধ্যম খাড়া

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩১৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩১৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬৩ - ৬৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৬

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / ভাদ্র - আশ্বিন (মে-জুন/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় : জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ (জুন )

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আম-৭

জনপ্রিয় নাম : আপেল আম

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গাছ মধ্যম আকৃতির ও মধ্যম ছড়ানো

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : পাকা অবস্থায় দেখতে সিদুর লাল হতে হালকা হলুদ রঙের, শাঁসের রং হলুদ

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩১৪

চারার থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩১৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৮২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / ভাদ্র - আশ্বিন (মে-জুন/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় : আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহ (জুলাই)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আম-৮

জনপ্রিয় নাম : বহুভুগী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : শাঁস উজ্জ্বল হলদে, রসালো, আঁশহীন, খুব মিষ্টি

জাতের ধরণ : আগাম উচ্চ ফলনশীল

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ মধ্যম আকৃতির

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩১৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩১৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ১০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু, মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / ভাদ্র - আশ্বিন (মে-জুন/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় : আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ (জুন মাসের শেষ সপ্তাহ)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আম-৯

জনপ্রিয় নাম : কাঁচামিঠা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কাঁচা ফলের শীস সাদা, আঁশহীন, মধ্যম মিষ্টি

জাতের ধরণ : আগাম উচ্চ ফলনশীল

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ বড় আকৃতির ও মধ্যম খাড়া

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩৯৩

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩৯৩

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫৪ - ৫৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৩.৫

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / ভাদ্র - আশ্বিন (মে-জুন/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় : বৈশাখ মাসের শেষার্ধ্বে কাঁচা অবস্থায় খাওয়ার জন্য ফল আহরণ উপযোগী হয়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আম-১০

জনপ্রিয় নাম : পাহাড়ি আম

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফলের শীস গাঢ় হলুদ, আঁশহীন, মিষ্টি

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ বড় আকৃতির ও মধ্যম খাড়া

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩৯৩

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩৯৩

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩০ - ৩৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৮-৯

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / ভাদ্র - আশ্বিন (মে-জুন/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় : জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ (মধ্য মে)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আম-১১

জনপ্রিয় নাম : বারোমাসি আম

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : লম্বাটে, হলুদাভ সবুজ

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩১৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩১৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৯০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২২

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / ভাদ্র - আশ্বিন (মে-জুন/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় : মে মাস আমের মৌসুম হওয়ায় এ মাসে আমের ফলন বেশি হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আগস্ট মাসে, তৃতীয় পর্যায়ে নভেম্বর এবং চতুর্থ পর্যায়ে ফেব্রুয়ারি মাসে আম পাকবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : এফটিআইপি বাউ আম ১

জনপ্রিয় নাম : শ্রাবণী-১

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফলের ত্বকের রং গাঢ় হলুদ, শীসের রং কমলাভ লাল, সুস্বাদু, রসালো ও মিষ্টি

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : এটি একটি মাঝারি বামন জাতের গাছ

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৭৫

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৭৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৩ - ২৫

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / ভাদ্র -আশ্বিন (মে-জুন/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় : শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ (জুলাইয়ের মাঝামাঝি)

তথ্যের উৎস : ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

জাতের নাম : এফটিআইপি বাউ আম ২

জনপ্রিয় নাম : সিন্দুরী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কাঁচা আম সবুজাভ সিঁদুরে রংয়ের হয়ে থাকে, রসালো এবং টক-মিষ্টি। শীসে কোনো আঁশ নেই

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : বামন জাতের গাছ

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৭৫

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৭৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩০ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬-৭

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / ভাদ্র -আশ্বিন (মে-জুন/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় : জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ (মধ্য মে)

তথ্যের উৎস : ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

জাতের নাম : এফটিআইপি বাউ আম ৩

জনপ্রিয় নাম : ডায়বেটিক

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়  
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বামন জাতের গাছ  
জাতের ধরণ : হাইব্রিড  
জাতের বৈশিষ্ট্য : পাকা ফলে রং হলুদাভ। ফলে রসের পরিমাণ কম কিন্তু আঁশের পরিমাণ বেশী  
লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৩৬  
চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৩৬  
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ৩০  
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬-৭  
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু  
উপযোগী মাটি : দোআঁশ  
উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১  
বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / ভাদ্র -আশ্বিন (মে-জুন/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর)  
ফসল তোলার সময় : জুন মাসের শেষের দিকে (আষাঢ়)  
তথ্যের উৎস : ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

জাতের নাম : এফটিআইপি বাউ আম ৯  
জনপ্রিয় নাম : সৌখিন চৌফলা  
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়  
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : নাই  
জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত  
জাতের বৈশিষ্ট্য : বামন আকৃতির  
লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১৯৬  
চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১৯৬  
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু  
উপযোগী মাটি : দোআঁশ  
উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর  
বপনের উপযুক্ত সময় : বছরের যে কোন সময় লাগান যায়  
ফসল তোলার সময় : সারা বছর  
তথ্যের উৎস : ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

জাতের নাম : এফটিআইপি বাউ আম ১০  
জনপ্রিয় নাম : সৌখিন-২



উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়  
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফলনে রোগ-বালাই হয় না বললেই চলে।  
জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত  
জাতের বৈশিষ্ট্য : বামন আকৃতির মাঝারি  
লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১৯৬  
চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১৯৬  
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু  
উপযোগী মাটি : দোআঁশ  
উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর  
বপনের উপযুক্ত সময় : বছরের যে কোন সময় লাগান যায়  
ফসল তোলার সময় : মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ)  
তথ্যের উৎস : ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

#### আম এর পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমান : পাকা আমে প্রচুর ভিটামিন এ থাকে। তাছাড়া খনিজ পদার্থ, আঁশ, খাদ্যশক্তি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি-২, শর্করা ইত্যাদি রয়েছে। প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা আমে রয়েছে ৯০ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ৮৩০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন, ৭৮ দশমিক ৬ গ্রাম পানি, ২০ গ্রাম শর্করা, ১ গ্রাম আমিষ, শূন্য দশমিক ৭ গ্রাম স্নেহ, শূন্য দশমিক ৭ গ্রাম আঁশ, ২০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১ দশমিক ৩ মিলিগ্রাম লৌহ, ৪১ মিলিগ্রাম ভিটামিন-সি ও শূন্য দশমিক ১ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১।

তথ্যের উৎস : কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

#### আম এর বীজতলার তথ্য

বর্ণনা : আম গাছের চারা রোপণ করতে হয়।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : জমি তৈরিঃ চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। চারা থেকে চারা ৮-১০ মিটার দূরে রোপণ করতে হবে, গর্তের আকার হবে ১মি \* ১মি \* ১মি।

বীজতলা পরিচর্চা : গর্তে জৈব সার ২০-৩০ কেজি, টিএসপি ৪৫০-৫৫- গ্রাম, এমওপি ২০০-৩০০ গ্রাম, জিপ সাম - ২০০ গ্রাম, জিঙ্ক সালফেট - ৪০-৬০ গ্রাম দিতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

#### আম এর চাষপদ্ধতির তথ্য

চাষপদ্ধতি : জমি তৈরিঃ চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। চারা থেকে চারা ৮-১০ মিটার দূরে রোপণ করতে হবে, গর্তের আকার হবে ১মি \* ১মি \* ১মি

গর্তে সারের পরিমাণঃ জৈব সার - ২০-৩০ কেজি, টিএস পি ৪৫০-৫৫- গ্রাম, এমও পি ২০০-৩০০ গ্রাম, জিপ সাম - ২০০ গ্রাম, জিঙ্ক সালফেট - ৪০-৬০ গ্রাম।

চারা রোপণঃ গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর চারার গোড়ায় মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণঃ গাছের প্রধান কান্ডটি যাতে সোজাভাবে ৩ ফুট থেকে ৫.০ ফুট ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রেখে গাছের গোড়ার অপ্রয়োজনীয় শাখা কেটে ফেলতে হবে। প্রতি বছর বর্ষার শেষে মরা, রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডালপালা কেটে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

### আম এর মাটি এবং সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা : আম গাছ যে কোন প্রকার মাটিতে জন্মে তবে গভীর, পানি জমে না এমন উর্বর দৌ-আশ মাটি আম চাষের জন্য উপযুক্ত।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা : মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি : সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

আমের চারা রোপনের জন্যে প্রতি গর্তে নিম্নোক্ত হারে সার দিতে হবেঃ

সারের নাম	প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ
গোবর	২২ কেজি
ইউরিয়া	১৫০ গ্রাম
টিএসপি	৫৫০ গ্রাম
এমওপি	৩০০ গ্রাম
জিপসাম	৩০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৬০ গ্রাম

একটি পূর্ণ বয়স্ক ফলন্ত আম গাছের জন্য বছরে নিম্নোক্ত হারে সার দিতে হবেঃ

সারের নাম	ফলন্ত গাছে বছর প্রতি সারের পরিমাণ
গোবর	৫০ কেজি
ইউরিয়া	২ কেজি
টিএসপি	১ কেজি
এমওপি	৫০০ গ্রাম
জিপসাম	৫০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	২৫ গ্রাম

উল্লেখিত সার ২ কিস্তি-তে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথমবার জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে এবং দ্বিতীয়বার আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই , বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

## আম এর সেচের তথ্য

সেচ ব্যবস্থাপনা : চারা গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় মুকুল বের হওয়ার ৩ মাস আগে থেকে সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। আমের মুকুল ফোটার শেষ পর্যায়ে ১ম বার এবং ফল মটর দানার আকৃতি ধারণ পর্যায়ে পুনরায় বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি : আম গাছ জলাক্রান্ত সহ্য করতে পারে না, তাই বৃষ্টির পানি যাতে জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

## আম গাছের আগাছার তথ্য

আগাছার নাম : বিভিন্ন ঘাস জাতীয় আগাছা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : সব মৌসুম তবে বর্ষা কালে বেশি

প্রতিকারের উপায় : আগাছা গাছের খাদ্যে ভাগ বসায় এতে করে আম গাছের ক্ষতি হয়। গাছের গোড়ায় যাতে করে আগাছা বা অন্য কোন উদ্ভিদ না জন্মাতে পারে সেজন্য গাছের গোড়ার মাটি মাঝে মাঝে কুপিয়ে আলাগা করে আগাছা বাছাই করে ফেলতে হবে। আমবাগান বছরে অন্তত একবার লাঙ্গল দিয়ে ভালোভাবে চাষ করে দিলে আগাছা জন্মানোর সম্ভাবনা কমে যায়। কাচি ও নিড়ানীর সাহায্যে দমন করুন। জমিতে পানি আটকিয়ে রেখে এ আগাছা দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

## আম এর আবহাওয়া এবং দুর্যোগের তথ্য

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

দুর্যোগের নাম : শিলা বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি : অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যাবে সেভাবে নালা তৈরি করতে হবে।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি : পানি যাতে জমি থেকে সরে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। জো বুঝে গাছের গোড়ার মাটি আলাগা করে দেয়া যেতে পারে। চারা গাছ হলে পড়ে গেলে সোজা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে চারা গাছে খুঁটি বেঁধে দিতে হবে।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : ইলেক্ট্রনিক গণ মাধ্যমে আবহাওয়া বার্তা শোনা। অথবা ইন্টারনেট থেকে তথ্য নেয়া। আরো বিস্তারিত জানতে নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রস্তুতি : ফল পরিপক্ব হলে তা তুলে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি : সেচ যন্ত্র জোগাড় করে রাখতে হবে, বাগান পরিষ্কার রাখতে হবে এবং বাগানের চারিদিকে উচু করে আইল বেধে রাখতে হবে।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি : মাটি ও ফল আসার অবস্থা বুঝে সেচ দিতে হবে।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : ইলেক্ট্রনিক গণ মাধ্যমে আবহাওয়া বার্তা শোনা। অথবা ইন্টারনেট থেকে তথ্য নেয়া। আরো বিস্তারিত জানতে নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রস্তুতি : সেচের পানির উৎস জানতে হবে, সেচ যন্ত্র জোগাড় করে রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

## আমের পোকাকার তথ্য

পোকাকার নাম : এপসিলা পোকা

পোকাকার স্থানীয় নাম : : তাবিজ পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণাঙ্গ পোকা দেখতে লম্বা, কাল মাথা ও ঘাড়, পেটের রঙ হালকা বাদামি। পূর্ণাঙ্গ পোকা দেখতে মাছির মত।

ক্ষতির ধরণ : কচি পাতায় পাড়া ডিমের ভিতর ভুণাবস্থায় থাকা প্রথম ধাপের নিম্ফ পাতার ভিতর থেকে রস চুসে খায় এবং এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে যার কারণে পত্রকক্ষে সুচালো মুখবিশিষ্ট সবুজ রংয়ের মোচাকৃতি গলের সৃষ্টি হয়, যা দেখতে অনেকটা তাবিজ এর মতো। এই গল সৃষ্টি হওয়ার কারণে পত্রকক্ষে আর কোন নতুন পাতা বা মুকুল বের হতে পারে না। গাছে বেশী পরিমানে গল সৃষ্টি হলে গলযুক্ত ডগা শুকিয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও সেই সাথে আমের ফলন কমে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : কুশি

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা , কচি পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : মার্চ এপ্রিল মাসে আম গাছের পাতায় এপসিলা পোকাকার ডিম পাড়ার ক্ষতিচিহ্ন দেখতে পাওয়া গেলে প্রতি লিটার পানির সাথে ডাইমিথয়েট জাতীয় কীটনাশক ২মিলি/ লিটার হারে মিশিয়ে পাতা ও ডালপালা ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। ডেল্টামেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক যেমন মেজর ১ মিলি/লিটার পানিতে দিয়ে স্প্রে করলেও ভালো ফল পাওয়া যাবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সমস্ত আম গাছ থেকে নিম্ফসহ গল (তাবিজ) সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকাকার নাম : পাতার গল মাছি

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণাঙ্গ পোকা দেখতে লম্বা, কাল মাথা ও ঘাড়, পেটের রঙ হালকা বাদামি, দুজোড়া পাখাই স্বচ্ছ। পূর্ণাঙ্গ পোকা দেখতে মাছির মত

ক্ষতির ধরণ : স্ত্রী পোকা আমের কচি পাতার নীচের দিকে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ৩-৪ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা পোকা বের হয়। পরে পাতার কোষ এবং টিস্যু সমূহে প্রবেশ করে রস খাওয়ার কারণে পাতায় গলের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় গাছের পাতা শুকিয়ে মারা যেতে পারে।

আক্রমণের পর্যায় : কুশি

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কচি পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : ডাইমিথয়েট জাতীয় কীটনাশক (রগর বা টাফগর ২০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে দিয়ে স্প্রে করলে আমের পাতায় গল মাছি দমন করা যায়। অথবা ডেল্টামেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন: ডেসিস ২.৫ ইসি ১০ মিলিলিটার ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : গাছের অতিরিক্ত ডালপালা ছাটাই করে প্রচুর পরিমাণ আলো বাতাস এর ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্যান্য : আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : পাতা কাটা উইভিল

পোকা চেনার উপায় : লম্বা, খুসর বাদামি রঙ, মুখের সামনে লম্বা শুড় দেখে চেনা যায়। বাচ্চার রঙ ময়লা সবুজ।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা আমগাছের শুধু কচি পাতা কেটে ক্ষতি করে। কচি পাতার নিচের পিঠে মধ্য শিরার উভয় পাশে স্ত্রী পোকা ডিম পাড়ে এবং পরে পাতাটির বৌটার কাছাকাছি কেটে দেয়। ভালো করে দেখলে কাচি দ্বারা কেউ কেটেছে বলে মনে হয়। এ পোকার আক্রমণে গাছের নতুন পাতা ধ্বংস হয়, বেশি আক্রমণে একটি ছোট গাছ পাতাশূন্য হতে পারে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা : গাছে কচি পাতা বের হওয়ার সংগে সংগে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক ( যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) স্প্রে করলে পোকার আক্রমণ রোধ করা যায়। তাছাড়া কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (যেমন: সেভিন ৩০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) অথবা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ কেয়ার ৫০ এসপি; অথবা সানটাপ ৫০ এসপি; অথবা ফরাটাপ ২০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : নতুনকাটা পাতা মাটি থেকে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : বিছা পোকা/স্যঞ্জা পোকা

পোকা চেনার উপায় : কীড়ার রঙ হালকা হলুদ, কমলা বা লাল রঙের শূয়া যুক্ত। কীড়ার মাথা বাদামি রঙের।

ক্ষতির ধরণ : পাতার খুব ক্ষতি করে, পোকার কীড়া পাতার সবুজ অংশ রক্ষসের মত চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে খেতে শিরা ছাড়া আর কোন সবুজ আংশ রাখে না, এতে গাছের স্বাভাবিক খাদ্য তৈরি ব্যহত হয়, গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে।

আক্রমণের পর্যায় : যেকোন অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক ( যেমন: কট বা রিপকর্ড বা সিমবুস বা ফেনম বা এরিভো ১০ ইসি ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার পুরো গাছে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করতে হবে, বিছা পোকার উপস্থিতি বোঝা গেলে তক্ষুনি ডিমের গাদা সহ আমের পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছের ডালপালা হেঁটে দিলে পরের বছর আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন।

### সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : মাছি পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণাঙ্গ পোকার আকার সাধারণ মাছির মতোই হয়, পাখা স্বচ্ছ, পা হলুদ, পেট ত্রিকোণাকার ও বাদামি, ঘাড়ের মাঝে লম্বা লম্বি হলদে একটা দাগ আছে।

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত স্থান থেকে অনেক সময় রস বের হয়। বাইরে থেকে দেখে কোনটি আক্রান্ত আম তা বুঝা যায় না। আক্রান্ত পাকা আম কাটলে ভেতের সাদা রঙের কীড়া দেখা যায়। বেশি আক্রান্ত আম অনেক সময় পচে যায়। সাধারণত এ পোকা আমের ওপর এবং নিচ উভয় অংশে আক্রমণ করে।

আক্রমণের পর্যায় : ফল পরিপক্ব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা : কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক যেমন: সেভিন ৫ গ্রাম এর সাথে প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা আমের রসের সাথে মিশিয়ে বিষটোপ বানিয়ে এ বিষটোপ বাগানে রেখে মাছিপোকা দমন করা যেতে পারে।

### বিষটোপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : প্রতি বছর আম পাড়ার পর বাগানের মাটি চাষ দিলে পরবর্তী বছর আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। ফল পোকার আগে পরিপক্ব আবস্থায় পেড়ে ফেলে এই পোকার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অন্যান্য : আক্রান্ত আম সংগ্রহ করে মাটির নিচে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে। আম পরিপক্ব ও পোকার মৌসুমে আমবাগানে ব্লিচিং পাউডার প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে স্প্রে করতে হবে। মিথাইল ইউজেনল ফেরোমন ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে প্রচুর পুরুষ পোকা মারা যাবে এবং বাগানে মাছি পোকার আক্রমণ কমে যাবে।

### সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডিজিট করুন

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : ভোমরা পোকা

পোকা চেনার উপায় : আমের গুটির মাথায় ছিদ্র দেখা যায়, পোকার মুখে লম্বা শুঁড় দেখা যায়।

ক্ষতির ধরণ : আমের অন্যতম প্রধান সমস্যা, পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকা আমের নিচের অংশে ডিম পাড়ে, কয়েকদিনের মধ্যেই ডিম থেকে কীড়া বের হয় এবং আমের শীস খেয়ে ফেলে, ধীরে ধীরে আটি পর্যন্ত আক্রমণ করে। বেশি আক্রান্ত ফল ফেটে যায় এবং গাছ থেকে ঝরে পড়ে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আমের ভোমরা পোকা দমন করতে হলে মুকুল আসার আগেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পোকা দমনের জন্য ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক ( যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আম বাগান নিয়মিত চাষ দিয়ে আগাছা মুক্ত, পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রান্ত ফল ডাল সহ ছেঁটে দিয়ে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকাকার নাম : হপার পোকা

পোকাকার স্থানীয় নাম : : শোষক পোকা

পোকা চেনার উপায় : গাছের নীচ দিয়ে হাটলে পোকা লাফিয়ে লাফিয়ে গায়ে পড়বে।

ক্ষতির ধরণ : গাছের কচি পাতা ও ডগার রস চুষে খায়। এ পোকা তাদের দেহের ওজন এর ২০ গুন পরিমাণ রস খেয়ে আঠালো রস দেয় যা মধুরস নামে পরিচিত এবং গাছের মুকুল, পাতা ও কাণ্ডে এই রস জমা হয়ে থাকে এবং যার উপর এক প্রকার ছত্রাক (শুটি মোল্ড) জন্মায়। এটি মারাত্মক ক্ষতি করে, গাছের বৃদ্ধি কমে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : কুশি, চারা, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড , পাতা , ডগা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : আমের মুকুল যখন ২ থেকে ৩ ইঞ্চি লম্বা হয় তখন প্রথমবার এবং আম যখন মটর দানার মতো আকার ধারণ করে তখন দ্বিতীয়বার সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (রিপকর্ড বা সিমবুস বা ফেনম বা এরিভো ১০ ইসি ১০ মিলিলিটার ) ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে পুরো গাছে স্প্রে করতে হবে। আমের হপার পোকাকার কারণে যেহেতু সুটিমোল্ড বা বুল রোগের আক্রমণ ঘটে তাই রোগ দমনের সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন: কুমুলাস ডিএফ ৪০ গ্রাম ১০ লিটার বা থিওভিট ৪০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার শেষ বিকেলের দিকে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : গাছের অতিরিক্ত ডালপালা ছাটাই করে প্রচুর পরিমাণ আলো বাতাস এর বাবস্থা করতে হবে।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

## আম এর রোগের তথ্য

রোগের নাম : মুকুল ঝরে পড়া

রোগের কারণ : ১। প্রাকৃতিক কারণ ২। মাটিতে রসের অভাব ৩। পোকাকার আক্রমণ ৪। রোগের আক্রমণ

ক্ষতির ধরণ : প্রাকৃতিক কারণে, মাটিতে রসের অভাব হলে অথবা পোকাকার আক্রমণে আমের মুকুল ঝরে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : ফলের বাড়ন্ত পর্যায় , ফুল অবস্থায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফুল

ব্যবস্থাপনা :

১। প্রাকৃতিক কারণে অতিরিক্ত গুটি ঝরে না পড়লে আমের আকার ছোট হয় এবং আমের গুণগত মান ও ফলন কমে যায়। প্রতিটি মুকুলে একটি করে গুটি থাকলে সে বছর আমের বাম্পার ফলন হয়। তবে প্রতি মুকুলে আমের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ফুল ফোটার ১০ ও ২০ দিন পর দুইবার ১০ লিটার পানিতে ছয় গ্রাম হারে বোরিক অ্যাসিড স্প্রে করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। আবার ফুল ফোটা অবস্থায় জিবেরেলিক অ্যাসিড প্রতি লিটার পানিতে ৫০ মিলিগ্রাম হারে স্প্রে করলে আমের গুটি ঝরা কমে যায়।

২। মাটিতে রসের অভাব হলেঃ মাটিতে রসের অভাবে আমের গুটি বারে গেলে গাছের চার পাশে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। আমের গুটি মটরদানার মতো হলেই প্রথমে একবার গাছের গোড়ায় পানি সেচ দিতে হবে। প্রথম সেচ দেয়ার পর থেকে বৃষ্টিপাত না হওয়া পর্যন্ত ১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। সেচের পাশাপাশি হরমোন প্রয়োগ করেও আমের গুটি বরা কমানো যায়। যেমন, আমের গুটি মটরদানার মতো হলে প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম ইউরিয়া সার অথবা প্রতি ৪.৫ লিটার পানিতে দুই মিলিলিটার হারে প্লানোফিল্ল হরমোন পানিতে মিশিয়ে আমের গুটিতে স্প্রে করলে গুটি বরা কমে যায়। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

১। গাছে নিয়মিত পানিসেচ, পরিমিত মাত্রার জৈব সার/ কম্পোস্ট এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

২। গাছের মরা এবং ঘন ডালপালা নিয়মিত ছাটাই করতে হবে।

অন্যান্য : মকুল ফোটা অবস্থায় কোনোভাবেই স্প্রে করা ঠিক নয়। এ সময় প্রচুর সংখ্যক উপকারী পোকা আমবাগানে আসে এবং পরাগায়ণে সহযোগিতা করে। মনে রাখতে হবে, গাছে মুকুল আসার পর সঠিকভাবে দুইবার স্প্রে করতে পারলে গাছে প্রচুর আম থাকবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : দাঁদ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আম মোটর দানার মত হলেই এই রোগ দেখা দিতে পারে, আক্রান্ত আমের শরীর বাদামি রং ধারণ করে, খোসা ফেটে যায় এবং খসখসে হয়ে যায়। আক্রান্ত আমের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়, কয়েকদিনের মধ্যেই বারে পড়ে। আমের শরীর খসখসে অমসৃণ হওয়ার কারণে বাজার দাম কমে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়ে , ফল পরিপক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

ব্যবস্থাপনা : কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : গাছের মরা এবং ঘন ডালপালা নিয়মিত ছাটাই করতে হবে।

অন্যান্য : আক্রমণ দেখা দেয়া মাত্রই আক্রান্ত স্থানের বাকল (কিছুটা ভাল টিস্যু সহ) তুলে ফেলতে হবে এবং সেখানে বোর্ড পেস্ট লাগাতে হবে (১০০ গ্রাম তুতে ১০০গ্রাম চুন ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে বোর্ড পেস্ট তৈরি করা যায়) ২। যেসব গাছে বোর্ডপেস্ট লাগানো সম্ভব না সেসব গাছে বোর্ড মিস্কার স্প্রে করতে হবে ( ১০ গ্রাম তুতে ১০গ্রাম চুন ১লিটার পানিতে মিশিয়ে বোর্ড মিস্কার তৈরি করা যায় )।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : ঝুল রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : মহালাগা

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : হপার পোকা আমের মুকুল থেকে অতিরিক্ত রস খায় এবং পাতার উপরে মধু জাতীয় তরল (হানি ডিউ) নিঃসরণ করে। উক্ত হানি ডিউ এর উপরে ছত্রাকের কনিডিয়া জন্মায় এবং কালো আবরণের সৃষ্টি করে। হপার ছাড়াও ছাতরা পোকা ও স্কেল পোকা হানি ডিউ নিঃসরণ করে এবং ঝুল রোগের আক্রমণের সহায়তা করে।



ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : যেকোন অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা : আমের মুকুল যখন ২ থেকে ৩ ইঞ্চি লম্বা হয় তখন প্রথমবার এবং আম যখন মটর দানার মতো আকার ধারণ করে তখন দ্বিতীয়বার সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (রিপকর্ড বা সিমবুস বা ফেনম বা এরিভো ১০ ইসি প্রতি ১০লিটার পানিতে ১০ মিলিলিটার মিশিয়ে) পুরো গাছে স্প্রে করতে হবে। আমের হপার পোকার কারণে যেহেতু সুটিমোল্ড বা বুল রোগের আক্রমণ ঘটে তাই রোগ দমনের সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন: কুমুলাস ডিএফ ৪০ গ্রাম ১০ লিটার বা থিওভিট ৪০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার শেষ বিকেলের দিকে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : বিকৃতি / ম্যালফরমেশন

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত কান্ডের মাথায় অসংখ্য নতুন কুঁড়ি বের হয়, কুঁড়ি সমূহ শক্ত এবং ছোট ছোট পাতা বিশিষ্ট হয়। মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গাছ মারা যায়। রোগাক্রান্ত মুকুলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বের হয়, শাখা গুলো মোটা ও তুলনামূলকভাবে শক্ত হয়ে থাকে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , ফলের বাড়ন্ত পর্যায় , ফল পরিপক্ব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , ডগা

ব্যবস্থাপনা : কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : রোগমুক্ত গাছ থেকে সাইন সংগ্রহ করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় দেখা গেলে আক্রান্ত কুঁড়ি ভেঙে ফেলে দিতে হবে।

অন্যান্য : বিকৃত মুকুলগুলো কেটে ফেলে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : লাল মরিচা

রোগের কারণ : শৈবাল

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে পাতায় সবুজ রঙের দাগ পড়ে, পরে এই দাগ লালচে বাদামি রঙ ধারণ করে, দাগ গুলি গোলাকার এবং উচু মনে হয়। কয়েকটি দাগ একত্রিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : যেকোন অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : টেবুকোনাডল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন: ফলিকুর ১০ মিলি প্রতি ১০ লিটার পানিতে) অথবা হেক্সাকোনাডল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন: ১০ মিলি প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর আক্রমণের শুরু থেকে মোট ২-৩ বার প্রয়োগ করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : রোগ প্রতিরোধী জাত নির্বাচন করতে হবে।

অন্যান্য : আক্রমণ দেখা দেয়া মাত্রই আক্রান্ত স্থানের বাকল (কিছুটা ভাল টিস্যু সহ) তুলে ফেলতে হবে এবং সেখানে বোর্ড পেস্ট লাগাতে হবে (১০০ গ্রাম তুতে ১০০গ্রাম চুন ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে বোর্ড পেস্ট তৈরি করা যায়)। যেসব গাছে বোর্ডপেস্ট লাগানো সম্ভব না সেসব গাছে বোর্ড মিস্তার স্প্রে করতে হবে ( ১০ গ্রাম তুতে ১০গ্রাম চুন ১লিটার পানিতে মিশিয়ে বোর্ড মিস্তার তৈরি করা যায়)।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বলাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : আঠা ঝরা এবং হঠাৎ মড়ক

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রাথমিক পর্যায়ে গাছের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা থেকে বিন্দু বিন্দু আঠা বা রস বের হয়। আন্তে আন্তে কাণ্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে আঠা বের হওয়া শুরু করে এবং আক্রান্ত ডগাটি বিবর্ণ হতে শুরু করে। এরপর পাশের ডালে ও একই ধরনের সমস্যা দেখা দেয় এভাবে পুরা গাছটি আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : যেকোন অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড

ব্যবস্থাপনা : ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম মিশিয়ে) অথবা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন-এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার শেষ বিকেলে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : গাছে নিয়মিত পানিসেচ, পরিমিত মাত্রার জৈব সার/কম্পোস্ট এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের মরা এবং ঘন ডালপালা নিয়মিত ছাটাই করতে হবে।

অন্যান্য : আক্রমণ দেখা দেয়া মাত্রই আক্রান্ত স্থানের বাকল (কিছুটা ভাল টিস্যু সহ) তুলে ফেলতে হবে এবং সেখানে বোর্ড পেস্ট লাগাতে হবে (১০০ গ্রাম তুতে ১০০গ্রাম চুন ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে বোর্ড পেস্ট তৈরি করা যায়) ২। যেসব গাছে বোর্ডপেস্ট লাগানো সম্ভব না সেসব গাছে বোর্ড মিস্তার স্প্রে করতে হবে ( ১০ গ্রাম তুতে ১০গ্রাম চুন ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে বোর্ড মিস্তার তৈরি করা যায় )

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বলাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : পাউডারি মিলডিউ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে আমের মুকুলের উপরের ভাগে সাদা বর্নের আবরণ দেখা যায়। হালকা বৃষ্টি, কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলা আকাশ এ রোগের ব্যাপক উতপাদনের সহায়তা করে। আক্রান্ত মুকুলের সব ফুল ঝরে পড়ে, শুধু মুকুলদণ্ড দাঁড়িয়ে থাকে, যার কারণে ফল ধারন হয়না। অনেক সময় আক্রান্ত মুকুলে ফল ধারন সম্ভব হলেও ফলের ত্বক খসখসে হয়, আক্রান্ত কচি আম ঝরে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : কুশি , বাড়ন্ত পর্যায় , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

ব্যবস্থাপনা :সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন কুমুলাস ডিএফ ৪০ গ্রাম বা থিওভিট ৪০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ৭ দিন পর পর ২-৩ বার শেষ বিকেলের দিকে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : মুকুল আসার সময় প্রতিদিন গাছ পর্যবেক্ষণ করতে হবে কোথাও পাউডার দেখা যাচ্ছে কি না।

অন্যান্য : সম্ভব হলে আক্রান্ত ফল পাতা ও ডাল অপসারণ করুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : বৌটা পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে বৌটায় কাল দাগ দেখা যায়, দাগ দ্রুত বাড়তে থাকে এবং গোলাকার হয়ে বৌটার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আম ২/৩ দিনের মধ্যেই ফল পচিয়ে ফেলে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : ফল পরিপক্ব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

ব্যবস্থাপনা : গাছ থেকে আম পাড়ার পরেই গরম পানিতে (৫৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৫ মিনিট) ডুবিয়ে রাখার পর শুকিয়ে নিতে হবে অথবা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : মেঘ মুক্ত রৌদ্রজ্বল দিনে আম গাছ থেকে পাড়তে হবে এবং পাড়ার সময় যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বৌটা কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা রেখে আম পাড়লে এ রোগের সাক্ষ্যবনা কিছুটা কম থাকে।

অন্যান্য : আম পাড়ার সাথে সাথে গাছতলায় না রেখে অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : এনথ্রাকনোজ বা ফোসকা রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : পঁচাড়ি রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : গাছের পাতা, কান্ড, মুকুল ও পরে বাদামি রঙের দাগ পড়ে। এ রোগে আক্রান্ত মুকুল ঝরে যায়, আমের গায়ে কালচে দাগ পড়ে এবং আম পচে যায়। আক্রান্ত ছোট আম কালো হয়ে ঝরে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল, সম্পূর্ণ গাছ

ব্যবস্থাপনা : মুকুলে আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন রিডোমিল গোল্ড/ডায়থেন এম -৪৫/ পেনকোজেব / ইন্দোফিল এম-৪১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম মিশিয়ে) ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। মুকুল ১০-১৫ সে মি লম্বা হলেই প্রথম স্প্রে করতে হবে, এর পর আম মোটর দানার মত হলে আর একবার স্প্রে করতে হবে। কীটনাশকের সাথে একত্রে ছত্রাক নাশক মিশিয়ে ও স্প্রে করা যায়। বাড়ন্ত আমকে রোগমুক্ত রাখতে হলে আম সংগ্রহের ১৫ দিন আগ পর্যন্ত ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক ( ডায়থেন এম - ৪৫/ পেনকোজেব / ইন্দোফিল এম-৪ প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম মিশিয়ে) অথবা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার শেষ বিকেলে স্প্রে করুন। গাছ থেকে আম পাড়ার পরেই গরম পানিতে (৫৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৫ মিনিট) ডুবিয়ে রাখার পর শুকিয়ে গুদামজাত করতে হবে, তাহলে আম জীবানুমুক্ত হবে এবং রোগাক্রান্ত হয়ে থাকলে রোগ মুক্ত হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আম বড় হওয়ার সময় ঘন ঘন বৃষ্টি এবং মেঘলা আবহাওয়া বিরাজ করলে এই রোগ দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অন্যান্য : আমের মৌসুম শেষে গাছের মরা ডালপালা কেটে পুড়ে ফেলতে হবে। রোগাক্রান্ত পাতা ও ঝরেপড়া ফল সংগ্রহ করে পুড়ে অথবা পুঁতে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

### আম এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : গাছে কিছু সংখ্যক আমের বৌটার নিচের ত্বক যখন সামান্য হলুদাভ বং ধারন করে অথবা গাছ হতে ২-১টি আধাপাকা আম পড়া আরম্ভ করে তখন আম গাছ হতে সংগ্রহ করতে হবে। আম গাছ হতে ঝাকি দিয়ে না পেড়ে জালিযুক্ত বাঁশের কোটার সাহায্যে আম সংগ্রহ করা উত্তম। আম সংগ্রহের পর বৌটাটি নিচের দিকে রাখলে আমের কশ গায়ে লাগবেনা। তা নাহলে কশ গায়ে লাগলে আমের উপর আঠালো হয়ে যায় এবং পাকা আমের রং নষ্ট হয়ে যায় এবং বাজার মূল্য হ্রাস পায়।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে : গাছ ঝাকি দিয়ে আম না পেড়ে ছোট গাছের বেলায় হাত দিয়ে এবং বড় গাছের বেলায় জালিযুক্ত বাঁশের কোটার সাহায্যে আম সংগ্রহ করা ভাল।

প্রক্রিয়াজাতকরণ : অল্প দূরবর্তী স্থানে আম পাঠাতে হলে গাছ থেকে আম পাড়ার পর সরাসরি বাঁশের বুড়ি বা খাচি ভর্তি করে রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি, নৌকা, লঞ্চ ইত্যাদি যানবাহনের সাহায্যে গন্তব্যস্থানে পাঠাতে হবে এবং পৌঁছানোর সাথে সাথে বুড়ি বা খাচি থেকে আম বের করে ফেলতে হবে। বেশী দূরবর্তী স্থানে আম পাঠাতে হলে কাঠের বাক্সের ভিতর আম পাঠাতে হবে। তবে বাক্স এমনভাবে বানাতে হবে যাতে সহজে বাক্সের ভেতর আলে-বাতাস আসা-যাওয়া করতে পারে। পঁচা ও রোগাক্রান্ত আম একই বুড়ি/বাক্সে রাখা ঠিক নয়। এতে ভাল আমগুলোও সহজেই নষ্ট হয়ে যায়।

সংরক্ষণ : অন্যান্য ফল ও শাক-সবজির মত আমেও খুব সহজেই ছত্রাক আক্রমণ করে। ডিপ্লোডিয়া নামক ছত্রাকের প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আম পাড়ার পর ৬% বোরাক্স দ্রবণে ৪৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আমগুলো ৩ মিনিট ভিজিয়ে রেখে উঠিয়ে আনতে হবে। গরম পানিতে পরিপক্ব কাঁচা আম শোধন করা হলে, আমের গায়ে লেগে থাকা রোগ জীবাণু ও পোকা মুক্ত হবে। গ্রাহকের নিকট অন্য আমের তুলনায় এ শোধিত আমের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে। মৌসুমে পরিপক্ব পুষ্ট কাঁচা আম গাছ থেকে সাবধানে পেড়ে তা আগে পরিষ্কার পানিতে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর কোন পাত্রে ৫২- ৫৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানি (পানিতে হাত ডুবালে সহনীয়মাত্রায়) গরম হলে তাতে পরিষ্কার করা আমগুলো ঠিক ৫ মিনিট রেখে এক সাথে উঠিয়ে নিতে হবে। আমের গা থেকে পানি শুকিয়ে গেলে স্বাভাবিক নিয়মে আমগুলো প্যাকিং করে বাজারজাত করতে হবে। এ ব্যবস্থায় আমের জাতের প্রকার ভেদে সাধারণ আমের (নন ট্রিটেট) চেয়ে গরম পানিতে শোধন করা আমের আয়ু (সেলফ লাইফ) ১০-১৫ দিন বেড়ে যাবে। তবে এ পদ্ধতি প্রয়োগ সীমিত পরিমাণ আমের জন্য প্রযোজ্য।

তথ্যের উৎস : বারো মাস ফল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, পরাগ প্রকাশনী।

### আম এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন : ভালো জাতের গাছের কলম করে আমের নতুন চারা করলে ভালো হয়। আরো বিস্তারিত জানতে নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

### আমের কৃষি উপকরণ

ফসল : আম

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান : নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

### আম চাষের কৃষি যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : কোদাল

ফসল : আম

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের উপকারিতা : গাছের গোড়ায় মাটি তোলা/ আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য। ফসল তোলা ও পরিচর্যা।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : সশ্রমী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও কাদাপানি পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস : খামার যান্ত্রিকীকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : সেচযন্ত্র/এলএল পি/এস টি ডবলিও/ স্প্রিংকলার

ফসল : আম

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : ডিজেল চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : এলএলপি অশ্ব শক্তি ১-২। এস টি ডবলিও শক্তি ০.৫-১ কিউসেফ

যন্ত্রের উপকারিতা : শ্রম সশ্রমী। কম জমির জন্য উপযোগী।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : পরিচালনা করা সহজ।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর পরিষ্কার করে রাখুন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ মেকানিক দিয়ে যন্ত্র পরবর্তী কাজের জন্য মেরামত করে নিন।

তথ্যের উৎস : খামার যান্ত্রিকীকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি, ২০১৮।

### আম এর বাজারজাতকরণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : আম পাড়ার পর সরাসরি বাঁশের বুড়ি বা খাচি ভর্তি করে রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি, নৌকাতে করে পরিবহণ।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : গাছ থেকে আম পাড়ার পর সরাসরি বাঁশের বুড়ি বা খাচি, প্লাস্টিকের ড্রে, কাঠের বাস্ক ভর্তি করে মিনি ট্রাক, ট্রাক, কার্গো, ইঞ্জিন চালিত নৌকা, লঞ্চ ইত্যাদি যানবাহনের সাহায্যে গন্তব্যস্থানে পাঠাতে হবে।

প্রথাগত বাজারজাত করণ : বাঁশের বুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে স্থানীয় হাট বাজারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ : পৌঁছানোর সাথে সাথে ঝুড়ি, খাচি বা ট্রে থেকে আম বের করে ফেলতে হবে। তবে বাক্স এমনভাবে বানাতে হবে যাতে সহজে বাক্সের ভেতর আলো-বাতাস আসা-যাওয়া করতে পারে। পঁচা ও রোগাক্রান্ত আম একই ঝুড়ি/বাক্সে রাখা ঠিক নয়। এতে ভাল আমগুলোও সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই এগুলো বাছাই করে ফেলতে হবে। সুন্দর ঝুড়িতে করে সাজিয়ে বিক্রি করতে হবে।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।